بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلّي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড
1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly
BADAR Qadian
Bangla

সংখ্যা
10

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার, 12 মে, 2016   12 হিজরত, 1395 হিজরী শামসী   4 শা'বান 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

আফসোস, এইরূপ ক্রমাগত ব্যর্থতা সত্বেও আমার বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা আমার সম্পর্কে কখনো ভাবিল না যে, এই ব্যক্তির সমর্থনে পর্দার অন্তরালে একটি হাত আছে, যাহা তাহাকে ইহাদের প্রতিটি হামলা হইতে রক্ষা করেন। যদি তাহাদের দুর্ভাগ্য না হইত তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য একটি মো'জেযা (অলৌকিক ঘটনা) হইত যে, তাহাদের প্রতিটির হামলার সময় খোদা আমাকে তাহাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করিলেন। কেবল তিনি রক্ষাই করেন নাই, বরং ইহার পূর্বেই সংবাদও দিয়া দিলেন যে, তিনি রক্ষা করিবেন।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

খোদার রসুলকে মানা তওহীদকে মানার জন্য অত্যাবশ্যকীয়। ইহাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এইরূপ যে, একটিকে অন্যটি হইতে পৃথক করা সম্ভবই নহে। যে ব্যক্তি রসুলের অনুবর্তিতা ব্যতীত তওহীদের দাবী করে তাহার নিকট কেবল একটি শুষ্ক হাড় আছে, যাহার মধ্যে মজ্জা নাই এবং তাহার হাতে একটি মৃত প্রদীপ আছে, যাহাতে আলো নাই। যাহারা এই ধারণা পোষণ করে যে, যদি কোন ব্যক্তি খোদাকে এক-অদ্বিতীয় বলিয়া বিশ্বাস করে এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে না মানে তবু সে মুক্তি পাইবে, তাহা হইলে নিশ্চিতভাবে মনে করিবে তাহার হৃদয় কুষ্ঠ ব্যধিগ্রস্ত। সে অন্ধ এবং তওহীদ কি বস্তু তাহা সে আদৌ জানে না। এইরূপ তওহীদ স্বীকার করার ক্ষেত্রে শয়তান তাহার চাইতে উত্তম। কেননা, যদিও শয়তান অবাধ্য ও নাফরমান তথাপি সেই কথা তো বিশ্বাস করে যে, খোদা আছেন। * কিন্তু এই ব্যক্তির খোদার উপরও বিশ্বাস নাই।

এখন সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, যাহারা এইরূপ বিশ্বাস পোষন করে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উপর ঈমান না আনিয়া কেবল তওহীদ স্বীকার করিলেই তাহারা মুক্তি পাইয়া যাইবে এইরূপ লোক প্রচ্ছন্ন ধর্মত্যাগী। ইহারা প্রকৃতপক্ষে ইসলামের শত্রু এবং নিজেদের জন্য ধর্ম ত্যাগের একটি পথ উদ্ভাবন করে। ইহাদের সমর্থন করা কোন ধর্মপ্রাণ ব্যক্তির কাজ নহে। আফসোস! আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা মৌলবী ও বিদ্বান বলিয়া কথিত হওয়া সত্বেও তাহারা এইরূপ কাজে আনন্দিত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই বেচারারা সর্বদা এই এই সন্ধানে থাকে যে, এমন কোন কারণ সৃষ্টি হউক যদ্বারা আমি লাঞ্ছিত ও অপমানিত হই। কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্য পরিণামে তাহারা ব্যর্থ মনোরথই হইয়া থাকে। প্রথমে এই সকল ব্যক্তি আমার উপর কুফরীর ফতওয়া তৈয়ার করিল এবং প্রায় দুইশত মৌলবীর ইহার উপর মোহর লাগাইল এবং আমাকে কাফের সাব্যস্ত করিল। এই সকল ফতওয়া দ্বারা অতখানি কঠোরতা অবলম্বন করা হইল যে, কোন কোন আলেম ইহাও লিখিল যে, ইহারা কুফরীর ক্ষেত্রে ইহুদী ও খৃষ্টানদের চাইতেও নিকৃষ্ট। তাহারা সাধারণভাবে এই ফতোয়া দিলে যে, ইহাদিগকে মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা উচিত নহে; ইহাদের পিছনে নামায পড়া ঠিক হইবে না। কেননা, ইহারা কাফের। ইহাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হইয়া যায়; যদি ইহারা মসজিদে প্রবেশ করে তবে মসজিদ ধুইয়া ফেলা উচিত; ইহাদের ধন-সম্পদ চুরি করা জায়েয আছে; ইহারা হত্যার যোগ্য, কেননা, ইহারা খুনী মাহদী'র আগমণকে অস্বীকার করে এবং জেহাদের অস্বীকারকারী। কিন্তু এই সকল ফতওয়া সত্বেও আমাদের কি ক্ষতি হইয়াছে? যে দিনগুলিতে এই সকল ফতওয়া দেশে প্রচার করা হইয়াছিল ঐ দিনগুলিতে ১০ ব্যক্তিও আমার হাতে বয়াত করে নাই। কিন্তু আজ খোদা তা'লার ফযলে বর্তমানে আমার হাতে বয়াতকারীদের সংখ্যা ৩ লক্ষেরও অধিক এবং সত্যান্বেষীরা অত্যন্ত তীব্র গতিতে আমার জামাতে প্রবেশ করিতেছে। খোদা কি মোমেনদের বিপরীতে কাফেরদিগকে এইভাবে সাহায্য করেন? অতঃপর এই মিথ্যার প্রতি লক্ষ্য কর যে, আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করা হইতেছে যেন আমরা ২০ (বিশ) কোটি মুসলমান ও কলেমা বিশ্বাসীকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছি। অথচ এই ব্যাপারে আমরা কোন প্রতিযোগিতা করিনি। ইহাদের আলেমরা নিজেরাই আমাদের উপর কুফরীর ফতওয়া লিখিল এবং সমগ্র পাঞ্জাব ও ভারতে হৈ চৈ করিল যে ,ইহারা কাফের। নির্বোধ লোকেরা এই ফতওয়ার দরুন আমাদের প্রতি এইরূপ বিমুখ হইয়া পড়িল যে, আমাদের সহিত ভাল ও নম্র কথা বলাও তাহাদের নিকট পাপ কাজ বলিয়া মনে হইল। কোন মৌলবী বা অন্য কোন বিরুদ্ধবাদী, বা কোন গদ্দিনশীন কি এই প্রমাণ দিতে পারেন যে, প্রথমে আমরা তাহাদিগকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছিলাম? তাহাদের কুফরী ফতওয়ার পূর্বে আমরা বিরুদ্ধবাদী মুসলমানদিগকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছি, এইরূপ কোন কাগজ বা ইশতেহার বা পত্রিকা আমাদের পক্ষ হইতে ছাপানো হইয়া থাকিলে তাহারা এইগুলি পেশ করুক। তাহা না হইলে আপনারাই ভাবিয়া দেখুন ইহা কতখানি সত্যের অপলাপ যে, তাহারাই আমাদিগকে কাফের সাব্যস্ত করিল এবং আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উত্থাপন করিল যেন আমরা সকল মুসলমানকে কাফের সাব্যস্ত করিয়াছি।এইরূপ সত্যের অপলাপ, মিথ্যাচার এবং ঘটনার বিপরীত রচনা কতখানি পীড়াদায়ক ব্যাপার। প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি চিন্তা করিয়া দেখিতে পারেন, যে স্থালে তাহারা নিজেদের ফতওয়ার মাধ্যমে আমাদিগকে কাফের সাব্যস্ত করিল এবং তাহারাই এই কথায় বিশ্বাসীও ছিল যে, যে ব্যক্তি মুসলমানকে কাফের বলে কুফরী পাল্টা তাহার উপর গিয়া পড়ে, সে স্থলে তাহাদের স্বীকৃতি অনুযায়ী তাহাদিগকে কাফের বলার অধিকার কি আমাদের ছিল না?

মোট কথা তাহারা কিছুদিন এই মিথ্যা আনন্দে নিজেদের হৃদয়কে খুশী করিল যে, ইহারা কাফের। অতঃপর যখন ঐ আনন্দ বাসী হইয়া গেল এবং খোদা আমাদের জামাতকে সারা দেশে বিস্তৃত করিয়া দিলেন তখন তাহরা অন্য কোন ষড়যন্ত্রের খোঁজে লাগিয়া গেল।

তখন ঐ দিনগুলিতেই আমরা ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আর্য সমাজী পণ্ডিত লেখরামকে মেয়াদকালের মধ্যে কেহ হত্যা করিয়া ফেলিল। কিন্তু আফসোস, কোন মৌলবীর এই কথা মনে আসিল না যে, ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল এবং ইসলামের নিদর্শন প্রকাশিত হইল। বরং তাহাদের কেহ কেহ সরকারে দৃষ্টি আকর্ষণ করিল যে, সরকার কেন ভবিষ্যদ্বাণীকারীকে পকড়াও করে না? কিন্তু তাহাদের এই আকাঙ্খাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ইহার কিছু দিন পরে ডক্টর পাদরী মার্টিন ক্লার্ক আমার বিরুদ্ধে একটি খুনের মামলা দায়ের করে। তারপর আর কি বলিব! তাহারা এতই আনন্দিত হইল যে তাহার আত্মহারা হইয়া পড়িল। ইহাতে আনন্দে ফাটিয়া পড়িল। তাহারা কোন কোন মসজিদে সেজদায় গিয়া এই মামলায় আমার ফাঁসি বা অন্য কোন শাস্তির জন্য দোয়া করিল। এই আশা পূর্ণ হওয়ার জন্য তাহারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া এত সেজদা করিয়াছিল যে, তাহাদের নাক খসিয়া গেল।

এরপর আটের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

ভুমিকম্প, সুনামী এবং বিশ্বের প্রতিশ্রুত জাতিসমূহ

ডক্টর তারিক আহমদ মির্যা, অষ্ট্রেলিয়া

(আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৫ এপ্রিল, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১১)

২০১১ সালের মার্চ মাসে জাপানে সংঘটিত হওয়া ইতিহাসের ভয়ানকতম ভূমিকম্প ও পরে সুনামীর ধ্বংসলীলার পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে সম্প্রতি সারা দেশজুড়ে সরকারিভাবে শোকজ্ঞাপনমূলক স্মারক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। একটি অনুমান অনুসারে সুনামি বিধ্বস্ত প্রায় ১ লক্ষ আশি হাজার মানুষ এখনও পর্যন্ত গৃহহীন রয়েছে। এছাড়াও কুড়ি হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়েছে বা মারা গেছে। এছাড়া প্রভুত সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে। এই পর্যায়ের ধ্বংসের একটি কারণ হল ভুমিকম্প ও সুনামির অভিঘাতে ফুকুশিমায় পারমানবিক চুল্লি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া যার তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণরূপে দূরীভুত হয় নি। এই ভুমিকম্প ও সামদ্রিক ঝড়ের ফলে কেবল জাপানই নয় বরং অস্ট্রেলিয়া ও সুদুর প্রাচ্যের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ পুঞ্জ সহ পাশ্ববর্তী দেশগুলিও ব্যাপক প্রভাবিত হয়েছিল।

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মেনীন মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) ১৮ ই মার্চ, ২০১১ তারিখে প্রদত্ত খুতবায় এই ভুমিকম্পের ভয়ানক ধ্বংসলীলার উল্লেখ করে আঁ হযরত (সাঃ)-এর আদর্শের বরাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় আল্লাহ্‌র নিকট বিশেষ দোয়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষন করেন এবং তিনি বলেন, যারা খোদা তা'লাকে ভয় করে তারা যে কোন প্রকারের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ দেখে আরও বেশি খোদার প্রতি নতজানু হয়।

বর্তমান যুগে ভুমিকম্প, ঝড় এবং বিধ্বংসী বন্যার উল্লেখ করে হুযুর (আইঃ) অস্বাভাবিক হারে প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকাশ পাওয়ার একটি বিশেষ দিক এবং দৃষ্টিভঙ্গির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন:

" অনেকেই মনে করেন যে জলবায়ু পরিবর্তন বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রকৃতির একটি অংশ এবং সময়ে সময়ে তা অবশ্যই এসে থাকে.....অবশ্যই প্রাকৃতিক কারণেই দুর্যোগ এসে থাকে, এটি ঠিক যে, ভুমিকম্প ভুপৃষ্ঠের নীচের স্তরে প্লেটের স্থান পরিবর্তনের কারণে হয়ে থাকে। নিউজিল্যান্ড, জাপান এবং সুদূর প্রাচ্যের দ্বীপপুঞ্জগুলি সেই প্লেটের উপর অবস্থিত যার কারণে সেই সমস্ত অঞ্চলে ভুমিকম্প বেশি হয়। আবার এটিও দেখতে হবে যে, এই যুগে আল্লাহ তা'লার কোন প্রত্যাদিষ্ট পুরুষ নিজের সত্যতার স্বপক্ষে এই সকল ভুমিকম্পের ভবিষ্যদ্বাণী করেন নি তো?

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত- ১৮ এপ্রিল, ২০১১)

হুযুর জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর কতিপয় ভবিষ্যদ্বাণীর বিবরণ দিয়ে বলেন যে, কিভাবে তিনি (আঃ) ভুমিকম্প এবং প্রাকৃতিকক দুর্যোগকে নিজের দাবীর সঙ্গে সম্পৃক্ত করেছেন এবং আল্লাহর তা'লার পক্ষ থেকে সংবাদপ্রাপ্ত হয়ে এই সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এই প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন,

" একদিকে যেমন এই সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং ভুমিকম্প ঘটছে, অপরদিকে তাদের জন্য একটি সুসংবাদও রয়েছে যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আশা করেছেন যে, তারা আল্লাহ তা'লার প্রকৃত শিক্ষাকে বুঝতে পারলে তাদেরকে রক্ষাও করা হবে।"

একাধিক বিশ্ব-সংবাদ পত্রিকার মত অনুযায়ী টোকিও-র প্রাক্তন গভর্নর প্রকাশ্য ভাবে ২০১১ সালে আসা সুনামিকে খোদা তা'লার পক্ষ থেকে শাস্তি বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। তাঁর মতে এটি জগতপুজারী জাপানীদের জন্য শাস্তি স্বরূপ। কিন্তু পরে বিভিন্ন মহল থেকে আসা তীব্র আপত্তি ও প্রদর্শেনর ফলে তিনি নিজের বয়ান থেকে সরে আসেন এবং তাঁকে ক্ষমা চায়তে বাধ্য করা হয়। তিনি আজীবন 'শান্টো বৌদ্ধ' মতবাদে বিশ্বাসী বলে ধারাণা করা হয়।

পৃথিবীতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের বর্ণনা এবং গ্রন্থসমূহে শেষ যুগে মসীহ মওউদ - এর আগমণ নির্ধারিত আছে বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁর আবির্ভাবের যুগের নিদর্শনাবলীর মধ্যে অধিকাংশ ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনাবলী, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভুমিকম্প এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগকে নিদর্শন রূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

জাপান প্রসঙ্গে একজন গবেষক জন হগ শেষ যুগে বিশ্বের জাতি সম্পর্কে নিজের পুস্তকে লিখেছেন,

Several sects of Japanese Buddhism and Shintism foresee a variant of the Buddhist Maitreya, who is to appear after August 8, 1988 (8/8/88)
He is the incarnation of the god of water, Susano.

অর্থাৎ জাপানী বৌদ্ধ মতবাদ এবং শান্টো ধর্মের বেশ কয়েকটি শাখা ভবিষ্যতে বৌদ্ধমতের মৈত্রীর ন্যায় একজন প্রতিশ্রুত পুরুষের আগমণের কথা বর্ণনা করে যিনি ১৯৮৮ সালের ৮ম মাসে ৮ তারিখের পর আবির্ভূত হবেন। তাঁর আগমণ একদিক থেকে পানির খোদার (সুসানো) দ্বিতীয় আগমণের নামন্তর হবে।

Messiahas: The vission and Prophecies of the Second coming".

(**প্রকাশক:** Element Books Ltd. Dorsit. 1999 page-36)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তিনিও নিজেকে পানি রূপে আখ্যায়িত করছেন। কিন্তু এই পানি কোন ভৌতিক পানি নয় বরং এটি হল আধ্যাত্মিক পানি যা পিপাসার্ত আত্মাদের তেষ্টা নিবারণকারী সঞ্জীবনী পানীয়। এই পানি ধ্বংসের দূত হয়ে মানুষের জীবনকে রাতের অন্ধকারে রূপান্তরকারী পানি নয় বরং এক-অদ্বিতীয় খোদার নুরের জ্যোতিতে আধ্যাত্মিক রাতগুলিকে একটি রৌদ্রজ্জ্বল দিনে রূপায়িত করবে এবং মৃত আত্মাদের নবজীবন লাভ করার কারণ হবে।

তিনি (আ.) বলেন,

میں وہ پانی ہوں کہ آیا آسماں سے وقت پر
میں وہ ہوں نورِ خدا جس سے ہوا دن آشکار

আমি হলাম সেই পানি যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে
আমি খোদার সেই জ্যোতি যার ফলে দিন উদিত হয়েছে

(দুররে সামীন)

কিয়াতমত অস্বীকারকারীদের পরিণাম

"শয়তান অনেক সন্দেহের সৃষ্টি করে, এবং সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সন্দেহ যা মানুষের মনে উদয় হয় ও তাকে ইহকালে ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত করে তা হচ্ছে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কিত সন্দেহ। পরকালের উপর বিশ্বাস অন্যান্য বিভিন্ন কারণ ও উৎস ছাড়াও পুণ্য সৎকর্মশীলতার বড় উৎস। যখন কোন ব্যক্তি পরকাল এবং এ সম্পর্কিত সকল বিষয়কে কেবলমাত্র কেচ্ছা কাহিনী বলে মনে করে, তবে ধরা যেতে পারে যে, সে পরিত্যক্ত হয়েছে এবং সে উভয় জগৎই হারিয়েছে। পরকাল সম্পর্কে ভীতি একজনকে উৎকণ্ঠিত ও ভীত করে এবং তাহাকে সত্যিকার জ্ঞানের দিকে ধাবিত করে। খোদা ভীতি ব্যতীত কখনও প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। অতএব স্মরণ রেখ যে, পরকাল সম্বন্ধে সন্দেহ বিশ্বাসকে বিপদগ্রস্ত করে এবং কারও জীবনের সমাপ্তি অনিশ্চয়তার ভিতর নিক্ষিপ্ত হয়"।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড)

জুমআর খুতবা

আমাদেরকে আমাদের জীবনের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের সেই কাজই করা উচিত যার অনুমতি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল আমাদের দেন।

যে স্বপ্ন কুরআন বা মহানবী (সা.)-এর ফতোয়া ও রীতি পরিপন্থী তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য গণ্য হবে।

যেভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে যদি এড়িয়ে চলা না হয় তাহলে সুস্থ্য ব্যক্তিও অসুস্থ হয়ে যেতে পারে অনুরূপভাবে খোদা তা'লার রীতি হলো আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ লোকদের কাছ থেকে মনোনীত জামাতকে পৃথক রাখা। এ কারণেই খোদার নির্দেশ হলো জানাযা, বিয়ে, নামায ইত্যাদি যেন পৃথক হয়।

জাগতিক চাওয়া পাওয়ার ওপর নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং ধর্মকে তাদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত নতুবা শুধু মেয়েদেরই অ-আহমদীর সাথে বিয়ে হলে প্রজন্ম ধ্বংস হয় না বরং ছেলেদেরও অ-আহমদী বিয়ে করলে প্রজন্ম ধ্বংস হতে পারে।

সকল আহমদীর বোঝা উচিত যে, কেবল সামাজিক চাপ বা আত্মীয়তার চাপে যেন কেউ আহমদী না হয় বরং ধর্মকে বুঝে আহমদী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যদি আহমদী ছেলেরা বাইরে বিয়ে করতে থাকে তাহলে আহমদী মেয়েদের কোথায় বিয়ে হবে। তাই ছেলেদেরকেও ভাবতে হবে।

তাই আহমদী ছেলে এবং মেয়ে যদি বিয়ে করতে চায় তাদের পিতামাতাকে অনর্থক হটকারিতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। বংশ পরিচয় বা আমিত্বের শিকার হওয়া উচিত নয়।

মেয়েদের সামনে, যদিও মেয়ের পছন্দ অপছন্দও দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। মহানবী (সা.) এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মেয়ের পছন্দ-অপছন্দ দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। কিন্তু একই সাথে ইসলাম এই কথা মেনে চলাকে আবশ্যক গণ্য করে যে, ওলীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়।

যেমন ইসলাম বলে যে, যখন বিয়ে কর চেহারা দেখ, ছবি দেখ। যেখানে চেহারা দেখা কঠিন সেখানে ছবি দেখ। এটি আজকের যুগে সম্ভব এবং সেই যুগেও সম্ভব ছিল।

মাননীয় শেষ মহম্মদ শরীফ সাহেব মরহুমের স্ত্রী মাননীয়া সাকিনা নাহিদ সাহেবার মৃত্যু। মাননীয় শৌকত গানী সাহেব ইবনে মুকাররম কাজি আব্দুল গানি সাহেবের শাহাদত বরণ, যিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে 'জারবে গজব' অভিযানের অংশ ছিলেন। মরুহুমীনদের সৎগুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ-এ প্রদত্ত ৮ ই এপ্রিল, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (৮ ই শাহাদত,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, একবার হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই বিষয়টি বর্ণনা করছিলেন যে, আমাদের আমল বা কর্ম এবং সিদ্ধান্ত কুরআন ও হাদীস সম্মত কিনা সে বিষয়ে আমাদের অবিরত আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। অনুরূপভাবে মানুষ যে সকল বিষয় নিয়ে ভাবে সেগুলোর ব্যাখ্যা যদি কুরআন এবং হাদীসে না পাওয়া যায় তাহলে এমন কাজ সমাধান করার রীতি হলো, উম্মতের মাঝে যেসব উলামা অতিবাহিত হয়েছেন তাদের উক্তি এবং তাদের সিদ্ধান্ত অবলম্বন করা। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে জিজ্ঞেস করা হয় যে, মাসলা মাসায়েল সমূহের সিদ্ধান্ত আমাদের কিভাবে করা উচিত আর এ সম্পর্কে কোত্থেকে দিক নির্দেশনা নেওয়া উচিত? তিনি বলেন, আমাদের রীতি হলো সর্বপ্রথম কুরআন অনুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং কুরআনে যদি কোন বিষয় না পাওয়া যায় তাহলে হাদীসে তা সন্ধান করা। আর সেই কথা যদি হাদীসেও খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে উম্মতের ব্যাখ্যা এবং উম্মতে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত হয়েছে, যে সমস্ত যুক্তি প্রমাণ দেওয়া হয়েছে সেই গুলোর আলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। এখানে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এই কথাও বলেছেন যে, সুন্নত হাদীসের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই যে সমস্ত বিষয় সুন্নতে বিদ্যমান সেগুলো অবশ্যই মেনে চলতে হবে, এরপর হলো হাদীসের স্থান। সুন্নত তা-ই যা মহানবী (সা.) করে দেখিয়েছেন আর সাহাবারা তা থেকে শিক্ষা নিয়েছেন। এরপর সাহাবীদের কাছ থেকে তাবেঈন এবং তাবে তাবেঈনরা তা শিখেছেন আর এভাবে এটি উম্মতে স্থায়ী রূপ লাভ করেছে।

যাহোক হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এখানে এই বিষয়টি স্পষ্ট করছেন যে, আমাদেরকে আমাদের জীবনের ওপর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি রাখতে হবে। আমাদের সেই কাজই করা উচিত যার অনুমতি আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল আমাদের দেন।

অনেক সময় অনেকের মাথায় নেকী বা পুণ্য ভর করে বসে আর এতে তারা এতটাই অগ্রসর হয়ে যায় বা সীমা লঙ্ঘন করে যে, তারা অতিরঞ্জনের আশ্রয় নিয়ে থাকে, নিজেদের প্রাণকে সংকটাপন্ন করে তোলে বা নিজেদের ওপর অত্যাচার করে। আর এমনও কিছু মানুষ আছে বরং অধিকাংশ মানুষ

এমন যারা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের নির্দেশকে ভাসা দৃষ্টিতে দেখে আর যেভাবে সেগুলোর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত সেভাবে মনোযোগ দেয় না, অধিকাংশ মানুষই এমন। তো এই উভয় শ্রেণীর মানুষ রয়েছে যারা বাড়াবাড়ি করে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালনে পিছিয়ে থাকে।

এছাড়া পুণ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগামীদেরও কিছু দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি এক মহিলার দৃষ্টান্ত প্রদান করেন যে অবৈধভাবে পুণ্যের নামে একটি কাজ করার অভিপ্রায় রাখত যা সত্যিকার অর্থে পুণ্য নয় কেননা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল এর অনুমতি দেননি। আমি যে ঘটনাটি বর্ণনা করব তাতে সেসব লোকদের জন্য শিক্ষনীয় দিক রয়েছে যারা অনেক সময় নিজেদের স্বপ্নকে অপ্রয়োজনীয় গুরুত্ব দিয়ে থাকে, অথচ তাদের মর্যাদা এমন নয় যার কারণে বলা যেতে পারে যে, তাদের সব স্বপ্নই সত্য বা এর কোন অর্থও আছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, "আজ আমাদের ঘরে এক মহিলা এসেছেন যিনি কাদিয়ানের এক প্রবীন মহিলা। তিনি কিঞ্চিত মানসিক বিকারগ্রস্ত । সেই মহিলা বলেন, আমি স্বপ্নে দেখি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসেছেন আর তিনি বলছেন যে, যদি তুমি ছয় মাস অনবরত রোযা রাখ তাহলে খলীফাতুল মসীহ্ সুস্থ্য হয়ে উঠবেন। (এটি প্রথম দিকের কথা যখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অসুস্থ্য ছিলেন।) সেই মহিলা বলেন আমি যে আলেমকেই জিজ্ঞেস করেছি, তিনি এটিই উত্তর দিয়েছেন যে, ছয় মাস লাগাতার রোযা রাখা অবৈধ কাজ। এরপর তিনি বলেন, মিঞা বশীর আহমদ সাহেব বলেছেন যে, তুমি বৃহস্পতিবার এবং সোমবারে রোযা রেখ। তিনি বলেন, কিন্তু এরপর আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এসে আমাকে বলছেন যে, আমি তো তোমাকে ছয় মাস লাগাতার রোযা রাখার কথা বলেছিলাম, তুমি কেন লাগাতার রোযা রাখছ না? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তখন তাকে বললাম যে, তোমার স্বপ্ন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)ও নিজের ইলহাম সম্পর্কে বলেছেন যে, যদি আমার কোন ইলহাম কুরআন ও সুন্নত পরিপন্থী হয়ে থাকে তাহলে আমি তা কফ বা শ্লেষ্মার মত গলা থেকে বের করে ফেলে দেব। অতএব যেখানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে নিজের ওহীকে কুরআন এবং সুন্নতের অধীনে এনেছেন সেখানে আমাদেরও নিজেদের স্বপ্ন কে তাঁর আদেশ নিষেধের অধীনস্ত করতে হবে। যেখানে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে এটি প্রমাণিত যে, তিনি (সা.) উম্মতকে লাগাতার এমন দীর্ঘকাল রোযা রাখতে বারণ করেছেন, তাই এই নির্দেশের পরিপন্থী কোন স্বপ্ন তুমি যদি দেখে থাক তাহলে সেটি শয়তানী স্বপ্ন রূপে গণ্য হবে। তুমি হয়তো বলবে যে, স্বপ্নে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এটি বলেছেন কিন্তু এটিকে ঐশী স্বপ্ন গন্য করা হবে না, যদি ঐশী স্বপ্ন হতো তাহলে তা মহানবী (সা.)-এর নির্দেশের প্রত্যাখ্যান নয় বরং সত্যায়ন করতো। সুতরাং যে স্বপ্ন কুরআন বা মহানবী (সা.)-এর ফতোয়া ও রীতি পরিপন্থী তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত হওয়ার যোগ্য গণ্য হবে কেননা কোন স্বপ্ন কুরআনের বিরুদ্ধে গিয়ে সত্য হতে পারে না, এবং সুন্নতের পরিপন্থী স্বপ্নও সত্য হতে পারে না আর কোন সত্য স্বপ্ন সঠিক হাদীসেরও বিরোধী হতে পারে না।"

(আল-ফযল-২৫ নভেম্বর, ১৯৫৮)

অতএব যত পুণ্যই হোক না কেন, স্বপ্নকে কোন বিষয়ের ভিত্তি মনে করা আর নিজেকে এমন কষ্টের মুখে ঠেলে দেওয়া একটি ভ্রান্ত রীতি যা সহ্য করা মানুষের জন্য সাধ্যাতিত। আর শুধু ভ্রান্তই নয় বরং এটি অযথা কাজ, এমনকি অনেক সময় এটি পাপে পর্যবসিত হয়। অবশ্য আল্লাহ্ তা'লা যাঁদেরকে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে দাঁড় করাতে চান, খোদার ব্যবহার তাঁদের সাথে ভিন্ন হয়ে থাকে। তাঁরা সমাজের সাধারণ মানুষ হননা। কোন সাধারণ মানুষের সাথে তাঁদের কোন তুলনা হয় না।

এই ঘটনার ফলে কেউ হয়তো ভাবতে পারে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তো ছয় মাস রোযা রেখেছিলেন। এ সম্পর্কে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে নবুয়্যতের আসনে আসীন করার ছিল, আর দ্বিতীয়ত স্বয়ং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে কি বলেছেন এবং কি নসীহত করেছেন তা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। তিনি বলেন, "একবার দৈবক্রমে পবিত্র চেহারার অধিকারী পুণ্যবান বয়স্ক এক ব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখি। সেই ব্যক্তি বলেন যে, ঐশী জ্যোতি নাযেল হওয়ার পূর্বে কিছু রোযা রাখা নবী কুলের রীতি এবং সুন্নত, এ কথা বলে তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেন যে, আমি যেন রসূলদের আহলে বায়ত-এর এই রীতি অনুসরণ করি। তাই আমি কিছুদিন রোযা রাখা আবশ্যক মনে করি। এ ধরণের রোযার, বিশেষ করে এর ফলাফলের যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা হলো, সেই সূক্ষ্ম দিব্য দর্শন যা সেই যুগে আমার সামনে উন্মোচিত হয়েছে।" এরপর আল্লাহ্ তা'লা দিব্য দর্শন এবং ইলহামের এক ধারা সূচিত করেন। এর পর তিনি (আ.) কিছু ঘটনার বিষদ বিবরণ দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন, "বস্তুত এত দিন রোযা রাখার ফলে আমার সামনে বিস্ময়কর বিষয়াদি প্রকাশ পেয়েছে, আর তা হলো বিভিন্ন ধরণের দিব্য দর্শন। (এটি স্মরণ রাখার মত কথা) আমি সবাইকে এমনটি করার পরামর্শ দেব না আর আমি নিজের ইচ্ছায় এমনটি করিনি। স্মরণ থাকে যে, আমি স্পষ্ট দিব্য দর্শনের মাধ্যমে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সংবাদ পেয়ে আট বা নয় মাস পর্যন্ত দৈহিক ক্লেশের একটি অংশ বরণ করেছি, আর ক্ষুধা এবং পিপাসার কষ্ট সহ্য করেছি, এরপর অনবরত এই রীতি পালন করা বর্জন করেছি।" অতএব তাঁকে আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে একটি মর্যাদা দেওয়ার ছিল তাই তিনি এই অনুমতি পেয়েছেন কিন্তু এরপর তিনি এটি করা ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এরপর আমি কখনও কখনও রোযা রাখতাম। আর একই সাথে অন্যদের এবং নিজের মান্যকারীদের তিনি এমনটি করতে বারণ করেছেন।

এরপর আরেকটি অপবাদ যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি আরোপ করা হয় তা হলো, তিনি এসে একটি জামাত গঠন করে এক নৈরাজ্যের সূচনা করেছেন আর তাদের কথা অনুসারে তিনি মুসলমানদের ৭৩তম দল গঠন করেছেন। প্রয়োজন ছিল বিভেদ হ্রাস করার কিন্তু তিনি একটি অতিরিক্ত দল গঠন করে দলাদলি আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন। এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, নবীদের আগমনের সময় এমন কথা বলা হয়েই থাকে। মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে এ ধরণের অপবাদই আরোপ করা হতো যে, তিনি ভাইকে ভাই থেকে বিচ্ছিন্ন করেছেন। আমাদের বহুধা বিভক্ত করেছেন, শত্রুতা সৃষ্টি করেছেন, অথচ তাদের মাঝে নৈরাজ্য পূর্বেই বিরাজমান ছিল। আজকের মুসলমানদেরও একই অবস্থা, পূর্বেও তাদের এমন অবস্থা ছিল আর আজও রয়েছে। এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিই তাদের মাঝে বিরাজমান। আল্লাহ্ তা'লা নবী প্রেরণ করেন নৈরাজ্যের অবসানের জন্য আর এক হাতে সমবেত হয়ে এরা যেন এক এবং ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করে। যারা ঈমান আনে তারা নিরাপদ এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এবং নৈরাজ্য থেকে দূরে সরে যায় আর অন্যরা বা বিরোধীরা নৈরাজ্যে লিপ্ত থাকে। আমাদের বিরোধীরা ঐক্যবদ্ধভাবে যতই আমাদের বিরোধিতা করুক না কেন কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজেদের মাঝে তারা বহুধা বিভক্ত, তাদের হৃদয় বহুধা বিখণ্ডিত, তারা ঐক্যবদ্ধ নয়, তাদের নিজেদের মাঝে শত্রুতা এবং বিতন্ডা লেগেই আছে, আর যতক্ষন এরা যুগ ইমামকে না মানবে এমনটি হতেই থাকবে। এরা আমাদেরকে মুসলমান বলুক বা অমুসলিম বলুক আর যে নামই রাখুক না কেন, আমরা খোদা প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুসারে আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) প্রদত্ত সংজ্ঞা মোতাবেক প্রকৃত মুসলমান, আর মুসলমান আখ্যায়িত হওয়া থেকে কেউ আমাদের বিরত রাখতে পারবে না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এইসব নৈরাজ্যের চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে বলেন যে, "এক ব্যক্তি একটি ঘটনা শোনান। একবার এক আহলে হাদীস হানাফীদের মসজিদে তাদের সাথে জামাতে নামায পড়ছিল, আত্তাহিয়্যাত পড়ার সময় সে শাহাদাত আঙ্গুলি উঠায় আর তর্জনি উঠাতেই অন্য সব নামাযীরা নামায ছেড়ে দিয়ে তার ওপর আক্রমণ করে এবং তাকে হারামী হারামী হিসেবে সম্বোধন করে। হানাফীদের বিশ্বাস হলো, তাশাহ্হুদ-এর সময় আঙ্গুল উঠানো যাবে না বা তারা আঙ্গুল উঠায় না। তারা এটি দেখল না যে, ইনি নামায পড়ছেন বা নামায ছেড়ে দেওয়া কত বড় অন্যায়, এটি নিয়ে তারা চিন্তা করল না। নামায ছেড়ে দিয়ে তারা তার আঙ্গুল দেখছিল। তারা নামায ছেড়ে দিয়ে তাকে গালি দেয়া আরম্ভ করে এবং দৈহিক নির্যাতন শুরু করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, "এসব নৈরাজ্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের পূর্বেই বিরাজমান ছিল। মসীহ্ মওউদ (আ.) এসে তো শুধু সংশোধন করেছেন। যে আঘাত করে সে ফাসাদী বা নৈরাজ্যবাদী হয়ে থাকে।" (এখন তিনি প্রশ্ন করছেন যে, আঘাতকারী ফাসাদী হয়ে থাকে) নাকি সেই ডাক্তার যে অস্ত্র নিয়ে চিকিৎসা করতে উদ্যত হয়।" (দু'ধরণের মানুষ হয়ে থাকে যারা যখম দেয় বা আহত করে থাকে। প্রথম হলো সে যে কাউকে মেরে বা আঘাত করে আহত করে আর দ্বিতীয় হলো সেই ডাক্তার যে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে যখমী বা আহত করে থাকে।) "এক ব্যক্তির জ্বর হলে তাকে ডাক্তার যদি কুইনিন দেয় তাহলে কেউ বলতে পারবে না যে, এই যালেম বা অত্যাচারী মুখ তেতো করে দিয়েছে। যদি শ্লেষ্মা বা কফ বের না করা হত তাহলে শরীরের রোগ-ব্যাধি

বেড়ে যেত, তাই শ্লেষ্মা বা কফ বের করলে আপত্তি কিভাবে করা যেতে পারে? যদি অস্ত্র পাচার করে এই ক্ষত পরিষ্কার না করা হয়, তাতে যদি জ্বালা পোড়া করে এমন ঔষধ না দেওয়া হয় তাহলে রোগী কীভাবে সুস্থ হবে? এতে তো তার প্রাণ সংকট দেখা দিতে পারে। এমন পরিস্থিতিতে কেউ ডাক্তারকে কিভাবে অভিযুক্ত করতে পারে।" (সুতরাং ডাক্তার যদি কোন রোগীকে কষ্ট দেয় তাহলে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তা দিয়ে থাকে।) তিনি বলেন, "এক ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে এই অনৈক্য ও ভেদাভেদ সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, আপনি এসে অনৈক্য বৃদ্ধি করেছেন, পূর্বেই নৈরাজ্যের কোন শেষ নেই। তিনি বলেন, আমাকে একটু বলো যে, ভালো দুধ সংরক্ষণের জন্য দইয়ের সাথে রাখা হয় নাকি পৃথকভাবে রাখা হয়?" (দুধ যদি সংরক্ষিত রাখতে হয় তাহলে দই থেকে পৃথক রাখতে হয়, দইয়ের ফোটা যেন তাতে না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখা হয় কেননা এর ফলে দুধ নষ্ট হয়ে যায়)। "স্পষ্টতই দইয়ের সাথে ভালো দুধ এক মিনিটও ভালো থাকতে পারে না। সুতরাং মনোনীত জামাতের রুগ্ন জামাত থেকে পৃথক হওয়া আবশ্যক ছিল।" (এই যে জামাত বানিয়েছেন বা পৃথক দল গঠন করেছেন এটি মনোনীত বা প্রেরীত ব্যক্তির জামাত এবং এটিকে সেই জামাত এবং এদেরকে পথহারা লোকদের চেয়ে পৃথক করা আবশ্যক ছিল) "যেভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে যদি এড়িয়ে চলা না হয় তাহলে সুস্থ্য ব্যক্তিও অসুস্থ হয়ে যেতে পারে অনুরূপভাবে খোদা তা'লার রীতি হলো আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ লোকদের কাছ থেকে মনোনীত জামাতকে পৃথক রাখা। এ কারণেই খোদার নির্দেশ হলো জানাযা, বিয়ে, নামায ইত্যাদি যেন পৃথক হয়। মহিলাদের নসীহত করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, অধিকাংশ মহিলা মতভেদ রাখে তাই মহিলাদেরকে নসীহত করছি, যেভাবে রোগাক্রান্ত মানুষের মাঝে সুস্থ মানুষের জীবনও সংকটের মুখে পড়ে, জেনে রাখ গয়ের আহমদীদের সাথে সম্পর্ক রাখলে তোমাদেরও একই অবস্থা হবে। অধিকাংশ মহিলারা বলেন যে, ভাই বা বোনের বিয়ে হয়েছে, তাদেরকে কিভাবে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, আমি সত্য করে বলছি, ভূমিকম্প আসলে বা আগুন লাগলে এক বোন ভাইয়ের ভ্রুক্ষেপ না করে বরং তাকে পেছনে ঠেলে ফেলে স্বয়ং সেই পতনোন্মুখ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তাই ধর্মের বিষয়ে কেন এমনটি মনে করা হয়। সত্যিকার অর্থে এটি আরামপ্রিয়তারই একটি বহিঃপ্রকাশ।" (যদি এটিকে সমস্যা মনে করা হয়, বিপদ মনে করা হয় তাহলে কেন পৃথক করা হলো, কেন আমরা ভিন্ন এমন প্রশ্নের মাথায় উদয় হতো না। তিনি বলেন, সমস্যার সময় এটি হয় না, তোমরা যেহেতু এখনও বোঝ না, এখনও যেহেতু তোমাদের ধর্মীয় বুৎপত্তি অর্জন হয়নি তাই এমন আরামপ্রিয়তার মন মানসিকতা বিরাজ করছে। যদি সমস্যায় জর্জরিত হতে তাহলে এমন কথা বলতে না।) "যদি খোদা তা'লা রাতে তোমাদের কারও কাছে মৃত্যুর ফিরিশতা বা আযরাঈলকে প্রেরণ করেন আর সে যদি বলে যে, আমি তোমার ভাই বা অন্য কোন আত্মীয়ের প্রাণ হরণ করার জন্য এসেছি কিন্তু তাদের বিনিময়ে তোমার প্রাণ হরণ করছি তাহলে এমন ক্ষেত্রে কেউ বা কোন মহিলা এটি গ্রহণ করবে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا (সূরা আত্-তাহরীম: ৭) অর্থাৎ অগ্নি থেকে নিজের এবং পরিবার পরিজনের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা কর। এখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অনুসারী বা অনুসারীনির যদি এক অ-আহমদীর সাথে বিয়ে হয় তাহলে স্বামীর কারণে সে আহমদীয়াত থেকে দূরে সরে পড়বে বা তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করবে। (কেননা, আহমদীয়াত থেকে দূরে না গেলেও যা ঘটে তা হলো, কারও ঘরে যাওয়ার পর সে কঠোর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়) ধর্মীয় বিদ্বেষের কারণে তাকে আত্মীয় স্বজন থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। (এমনটি আজও হয়ে থাকে।) তো এটি এক প্রকার অগ্নি। প্রশ্ন হলো নিজের হাতে কোন মহিলা নিজের কন্যাকে কি আগুনে নিক্ষেপ করতে পারে। এইভাবে এক গুরুত্বহীন সম্পর্কের জন্য তাকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়। তাই এটিকে এড়িয়ে চলা উচিত।

(আনোয়ারুল উলুম, ১১তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫১৮-৫১৯)

আমাদের ওপর আরও অপবাদ আরোপ করা হয় যে, আহমদীরা অ-আহমদীদের মাঝে বিয়ে করে না বা বিয়ে দেয় না। এটি অনৈক্য নয় বরং আত্মরক্ষারই একটি চেষ্টা মাত্র। ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার এক প্রচেষ্টা মাত্র। কিন্তু এই ধারণা তার মাথায়ই জাগ্রত হতে পারে যে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার প্রাণ বা স্পিরিটকে বোঝে না, ছেলেরাও এর অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ সেই সকল আহমদী ছেলে যারা আহমদী মেয়েদের প্রত্যাখ্যান করে অ-আহমদী মেয়েদের বিয়ে করে। তাই ছেলেদের বুঝতে হবে যে, তারা যদি আহমদী বলে পরিচয় দিয়ে থাকে আর সত্যিকার অর্থে আহমদী নিজেদের মনে করে তাহলে শুধু ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্খাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত নয়। বিয়ের সময় তাদের আহমদীদের বিয়ে করা উচিত। জাগতিক চাওয়া পাওয়ার ওপর নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এবং ধর্মকে তাদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত নতুবা শুধু মেয়েদেরই অ-আহমদীর সাথে বিয়ে হলে প্রজন্ম ধ্বংস হয় না বরং ছেলেদেরও অ-আহমদী বিয়ে করলে প্রজন্ম ধ্বংস হতে পারে। সকল আহমদীর বোঝা উচিত যে, কেবল সামাজিক চাপ বা আত্মীয়তার চাপে যেন কেউ আহমদী না হয় বরং ধর্মকে বুঝে আহমদী হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যদি আহমদী ছেলেরা বাইরে বিয়ে করতে থাকে তাহলে আহমদী মেয়েদের কোথায় বিয়ে হবে। তাই ছেলেদেরকেও ভাবতে হবে। যদি এই বিষয়ে এখনই সাবধানতা অবলম্বন করা না হয়, এই প্রবণতা অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে, এখনই যদি সাবধানতা অবলম্বন করা না হয় তাহলে এই প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে এবং আগামী প্রজন্মের মাঝে আহমদীয়াত হারিয়ে যাবে। হ্যাঁ কারও ওপর যদি খোদার কৃপা হয় তাহলে ভিন্ন কথা।

যে সমস্ত ছেলেরা বাইরে বিয়ে করে আমি প্রায় সময় তাদেরকে বলি যে, আহমদী মেয়েদের প্রাপ্যও তাদেরকে দাও। কোন কারণে বা কোন বাধ্য বাধকতার কারণে যদি তুমি বাইরে বিয়ে করে থাক তাহলে কোন যুবককে আহমদীয়াতভুক্ত কর এবং তাকে একনিষ্ঠ আহমদী করে তোল, এরপর এক আহমদী মেয়ের সাথে তার বিয়ের ব্যবস্থা কর। এর ফলে তবলীগের প্রতিও তোমার মনোযোগ নিবদ্ধ হবে আর হতে পারে এই সচেতনতার কারণে তাদের নিজেদেরও আহমদী মেয়েদের সাথে বিয়ের প্রতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাবে।

যাহোক মেয়েদের ক্ষেত্রে বিয়ের সমস্যা রয়েছে আর এটি কেবল আজ নয় বরং শুরু থেকেই এমনটি চলে আসছে। এ প্রসঙ্গে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন যে, "একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা সম্পর্কে আজকে কিছু বলতে চাই তা হলো, আহমদী এবং অ-আহমদীদের মাঝে বিয়ে সংক্রান্ত আর একই প্রেক্ষাপটে সমকক্ষতার প্রশ্ন আসে। আমাদের জামাতের সদস্যরা বিয়ে শাদী সংক্রান্ত যে সমস্যার সম্মুখীন হয় এটি আমি পূর্বেও জানতাম কিন্তু এই নয় মাস কালে অনেক সমস্যা এবং বাধা বিপত্তি সামনে এসেছে। (তাঁর খিলাফতে আসীন হওয়ার প্রায় নয় মাস পর জলসা সালানা হয়েছে, সেই যুগে তিনি এই বক্তৃতা করেছেন, ১৯১৪ সনের বক্তৃতা এটি) তিনি বলেন, মানুষের পত্রাবলী থেকে জানা যায় এই বিষয়ে আমাদের জামাত ভয়াবহ কষ্টের মাঝে নিপতিত। আজও একই অবস্থা বিরাজমান। এই সমস্যা বিদ্যমান এবং এই সমস্যা এখনও রয়েছে কিন্তু এসব সমস্যার সমাধানও আমাদের করতে হবে। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে আহমদী ছেলে এবং মেয়েদের নাম একটি রেজিস্টারে লেখার প্রস্তাব করেন। কোন এক ব্যক্তির প্রস্তাবে তিনি এক রেজিস্টার খুলিয়েছিলেন। সেই ব্যক্তি বলেছিল যে, হুযূর! বিয়ে শাদীর বিষয়ে আমাদের কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, আপনি বলেন যে, গয়ের আহমদীদের সাথে সম্পর্ক রেখো না আর আমাদের জামাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, এখন আমরা কি করব? তাই এমন একটি রেজিস্টার থাকা চায় যাতে সব বিবাহযোগ্য ছেলে এবং মেয়ের নাম অন্তর্ভুক্ত থাকবে যেন বিয়ে শাদীর বিষয়টি সহজসাধ্য হয়ে উঠে। হুযূরের কাছে কেউ অনুরোধ করলে সেই রেজিস্টার থেকে দেখে তার বিয়ে দিতে পারবেন কেননা এমন কোন আহমদী নেই যে আপনার কথা মানবে না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে এই ব্যক্তি নিজেই এই কথা বলেছে। অনেকেই জাগতিক কোন স্বার্থ সামনে রেখে কথা বলে থাকে, এমন মানুষ অবশেষে অবশ্যই পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে, অনেকেই অনেক সময় কোন সমস্যা উপস্থাপন করে বা কোন কথা বলে কিন্তু ব্যক্তিগত কোন স্বার্থও তাতে অন্তর্নিহিত থাকে আর এ কারণে তারা পরীক্ষায়ও নিপতিত হয়। তিনি বলেন, এ ব্যক্তির উদ্দেশ্যও মনে হয় সঠিক ছিল না। সেই সময়ই এক অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং পুণ্যবান ব্যক্তির বিয়ের প্রয়োজন দেখা দেয়। (মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে যে ব্যক্তি বলেছিল যে, রেজিস্টার থাকা উচিত) তার এক কন্যা ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেই ব্যক্তিকে বলেন যে, তুমি এর ঘরে প্রস্তাব দাও। (অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যার মেয়ে ছিল এবং যিনি রেজিস্টারের কথা বলেছিলেন তার কথা হচ্ছে। বিয়ের প্রস্তাব যখন আসে মসীহ্ মওউদ (আ.) তার ঘরে বিয়ের প্রস্তাব পাঠান) কিন্তু সেই ব্যক্তি অত্যন্ত অযৌক্তিক অজুহাত দেখিয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আর অন্যত্র অ-আহমদীদের কাছে মেয়ের বিয়ে দেয়। এটি

অবগত হওয়ার পর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আজ থেকে বিয়ে শাদীর বিষয়ে আমি আর হস্তক্ষেপ করব না, আর এভাবে একটি প্রস্তাব অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কিন্তু তখন যদি এই কাজ বা এই বিষয়টি সফল হতো তাহলে আজকে আহমদীদের বিয়ে শাদীর বিষয়ে যে কষ্ট হচ্ছে সেই কষ্ট আর হতো না।"

(আনোয়ারুল উলুম,২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৯)

অনেক সময় নবীর সামনে একটি বিষয়ে অসম্মতি জানানো জামাতের জন্য স্থায়ী পরীক্ষার কারণ হয়ে যায়। অ-আহমদীদের ঘরে বিয়ের স্বল্পকাল পরেই অধিকাংশ মানুষই বুঝতে পারে, বড় বড় যে সমস্যা মাথাচাড়া দেয় তা জানা যায়। এখনও অনেকেই বরং মেয়েরা নিজেরাই বা পিতা-মাতাও লেখে যে এই সিদ্ধান্ত করেছিলাম যার জন্য আজকে আমরা মূল্য দিচ্ছি, ধর্মের সাথেও দূরুত্ব সৃষ্টি হয়েছে, কারো শশুড় বাড়ীর লোক বা স্বামীরা মেয়েদের পিতা-মাতা বা আত্মীয়স্বজনের সাথে স্বাক্ষাতের ওপরও বিধিনিষেধ আরোপ করে রেখেছে কিন্তু এমন মানুষও আছে যারা আমিত্ব এবং অহমিকার কারণে ভালো আহমদী প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে অথচ মেয়েরাও সম্মত থাকে আর ছেলেরাও বরং কোন কোন স্থানে আমি নিজেও বলেছিলাম যে, বিয়ে দাও বা বিয়ে কর কিন্তু অহমিকার কারণে প্রত্যাখান করে দেয় এমন মানুষ যদি আজও থেকে থাকে যারা মসীহ্ মওউদের কথা মানতে অস্বীকার করেছে তাহলে আমার কথা অমান্য করা তো তত বড় বিষয় নয় কিন্তু এমন লোকদের পরিণামও বড় ভয়াবহ হয়ে থাকে। জার্মানিতে এমনই এক ঘটনা ঘটেছে, পিতা-মাতা মেয়ের পছন্দ অনুসারে বিয়ে দেয়নি বা মেয়ে জোর দেওয়ার কারণে মেয়েকেই হত্যা করে তারা এখন কারা শাস্তি ভোগ করছে। তাই আহমদী ছেলে এবং মেয়ে যদি বিয়ে করতে চায় তাদের পিতামাতাকে অনর্থক হটকারিতা প্রদর্শন করা উচিত নয়। বংশ পরিচয় বা আমিত্বের শিকার হওয়া উচিত নয়।

বিয়ে শাদীর প্রেক্ষাপটে আরেকটি বিষয় স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, বিশেষ করে মেয়েদের সামনে, যদিও মেয়ের পছন্দ অপছন্দও দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। মহানবী (সা.) এই অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে, মেয়ের পছন্দ-অপছন্দ দৃষ্টিতে রাখা আবশ্যক। কিন্তু একই সাথে ইসলাম এই কথা মেনে চলাকে আবশ্যক গণ্য করে যে, ওলীর অনুমতি ছাড়া বিয়ে বৈধ নয়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলছেন যে, আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে যদি পাঠিয়ে থাকেন আর প্রকৃতই তিনি যদি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের শরীয়ত অর্থাৎ ইসলামী শরীয়ত এটিই বলে যে, সেই সব ব্যতিক্রম ছাড়া যা শরীয়ত উল্লেখ করেছে কোন বিয়ে ওলীর অনুমতি ছাড়া বৈধ নয়। যদি এমন বিয়ে হয়ে যায় তাহলে সেটি অবৈধ এবং অসম্পুর্ণ হবে। এমন লোকদের বুঝানো আমাদের জন্য আবশ্যক হবে। যদি এরা না বুঝে তাহলে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক।

এমন ঘটনা অনেক সময় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগেও ঘটেছে। একবার এক যুবতী মেয়ে এক ব্যক্তির সাথে বিয়ের বাসনা ব্যক্ত করে, তার পিতা তা গ্রহণ করেনি। তারা উভয়ে কাদিয়ানের পাশ্ববর্তী নাঙ্গলে চলে যায় এবং সেখানে গিয়ে এক মোল্লার দ্বারা বিয়ের এলান করায় আর বলা আরম্ভ করে যে, বিয়ে হয়ে গেছে, এরপর তারা কাদিয়ান ফিরে আসে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তা অবগত হয়ে উভয়কে কাদিয়ান থেকে বহিষ্কার করেন এবং বলেন যে, শুধু মেয়ের সম্মতি দেখে ওলীর মতামতকে অবজ্ঞা করে বিয়ে করা শরীয়ত পরিপন্থী। সেখানেও মেয়ে সম্মত ছিল, বলত যে আমি এই পুরুষের সাথে বিয়ে করব কিন্তু ওলীর মতামত না নিয়ে যেহেতু বিয়ে পড়িয়েছে তাই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদেরকে কাদিয়ান থেকে বহিষ্কার করেন। অনুরূপভাবে (সে যুগে মুসলেহ্ মওউদের সামনেও কোন বিয়ে হয়েছে) তিনি বলেন যে এই বিয়ে অবৈধ। তিনি বলেন যে, আমি ছেলের মাকে এই কথাই বলেছি। (ছেলের মাকে বলেছেন। একজন মহিল এসে বলছিল যে, যেহেতু মেয়ে সম্মত ছিল তাই আমার ছেলে বিয়ে করে এমন কি পাপের কাজ করে ফেলল?) আমি তাকে বললাম যে দেখ! তোমার ছেলের বিয়ে হচ্ছে বলে তুমি বলছ যে, মেয়ে সম্মত ছিল তাই ওলীর সম্মতির আর প্রয়োজন কি? কিন্তু তোমারও তো মেয়ে আছে। যদি তাদের বিয়ে হয়ে থাকে তবে তাদেরও হয়তো মেয়ে আছে। তাদের মধ্যে কোন মেয়ে এইভাবে কোন পরপুরুষের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করুক এমনটি কি তুমি চাইবে?"

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১৭৫-১৭৬)

যেভাবে পূর্বে বলা হয়েছে যে, পিতামাতাকেও এতটা অকারণে কঠোর হওয়া উচিত নয় যে মিথ্যা আত্মভিমানের নামে কোন বৈধ কারণ ছাড়া বিয়ে দিবে না এবং হত্যার মত পাশবিক কর্মকাণ্ড করে বসবে। আর মেয়েদেরকেও ইসলাম ঘর থেকে বেরিয়ে আদালতে গিয়ে বা মৌলভীর কাছে গিয়ে বিয়ে করার বা নিকাহ পড়ানোর অনুমতি দেয় না। বাধ্যবাধকতার যদি পরিস্থিতি থেকে থাকে তাহলে মেয়েরাও খলীফায়ে ওয়াক্তকে লিখতে পারে। পরিস্থিতি অনুসারে খলীফায়ে ওয়াক্ত মারুফ সিদ্ধান্ত যাই হয় তাই করবেন। তাই ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেওয়ার নীতি যদি সামনে রাখে মেয়ে এবং ছেলেরা তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও অনুগ্রহ করবেন।

এক খুতবায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এ বিষয়টা বর্ণনা করছিলেন যে, যিকরে এলাহীর জন্য এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আল্লাহ্কে ভালোবাসার জন্য আবশ্যক হল ঐশী গুণাবলী সামনে রেখে চিন্তা এবং প্রণিধান করা আর সেই সকল গুনাবলীর মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পর্ককে দৃঢ় করা। খোদা প্রেমের সঠিক ব্যুৎপত্তি তবেই অর্জন হয়। প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম হলো জাগতিক বাহ্যিক সম্পর্ক এবং ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য আবশ্যক হলো যাকে ভালোবাসা হয় তার নৈকট্য পাওয়া বা অন্তত পক্ষে তার কোন চিত্র বা তার কোন ছবি সামনে থাকা যেন সম্পর্ক এবং ভালোবাসার প্রকাশ পায়। এই কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, "ভালোবাসার জন্য আবশ্যক হল হয়তো কারো সত্ত্বা সামনে থাকা বা তার ছবি সামনে থাকা। (এটি কোন নতুন বিষয় নয় যে আজকের যুগে সম্পর্কের স্থাপনের জন্য ছবি চেয়ে পাঠানো হয়।) যেমন ইসলাম বলে যে, যখন বিয়ে কর চেহারা দেখ, ছবি দেখ। যেখানে চেহারা দেখা কঠিন সেখানে ছবি দেখ। (আজকের যুগে এবং সে যুগেও ছবি দেখা সম্ভব ছিল আজও ছবি দেখা সম্ভব) মুসলেহ্ মওউদ বলছেন যে, যেমন আমার যখন বিয়ে হয় আমি স্বল্প বয়স্ক ছিলাম। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ডাক্তার রশীদ উদ্দীন সাহেবকে লিখেছেন, মেয়ের ছবি পাঠিয়ে দিন, তিনি ছবি পাঠিয়ে দিয়েছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে ছবি দিয়েছেন, আমি বললাম যে, আমার এই মেয়ে পছন্দ, তখন তিনি সেখানে আমার সম্পর্ক করেন। সুতরাং দেখা ছাড়া ভালোবাসা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? এটি তেমনি একটি বিষয় যেন খোদা ে তামাদের সামনে আছেন। (এখন খোদা প্রেমের কথা আরম্ভ হয়ে গেছে যে, কিভাবে খোদাকে ভালোবাসতে হয়, যেন খোদা সামনে এসেছেন) তোমরা যদি চোখ ঢেকে রাখ এরপর বল যে, খোদার ভালোবাসা তাকে দেখা ছাড়া বৃদ্ধি পাওয়া উচিত। তাহলে ভালোবাসা কিভাবে সৃষ্টি হতে পারে?

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি পঙতি আছে যে,

"দীদার গার নেহীঁ হ্যায় তো গুফতার হি সাহী
হুসন ও জামালে ইয়ার কে আসার হি সাহী"

যদি দেখার সুযোগ না থাকে অন্তত পক্ষে কথা বলার সুযোগ থাকা উচিত। বন্ধুর সৌন্দর্যের অন্তত পক্ষে কিছু আভাস থাকা উচিত, কিছুতো অন্তত পক্ষে হওয়া উচিত। সামনে না আসলে তার আওয়াজ কর্ণগোচর হওয়া উচিত তার সৌন্দর্যের কোন ছাপ সামনে আসা উচিত, এটিই খোদা তা'লার ছবি। আল্লাহ্ তা'লার ছবি কি? রাব অর্থাৎ বিশ্ব-প্রতিপালক এটি খোদা তা'লার বৈশিষ্ট্য তিনি রহমান, দয়ালু, রহীম, কৃপালু, মালিকিয়াউমিদ্দিন, বিচার দিবসের মালিক তিনি, তিনি সাত্তার। দুর্বলতা ঢেকে রাখেন, কুদ্দুস-পবিত্র, মোমেন, মোহায়মেন, সালাম-শান্তিদাতা, শান্তির উৎস, তিনি শান্তিদাতা-কাহ্হার এবং অন্যান্য ঐশী গুণাবলী রয়েছে। এই হল চিত্র যা হৃদয়ে গ্রোথিত করা হয়। আমরা যদি অনবরত এই সমস্ত গুণাবলী রোমন্থন করি আর এর অর্থ অনুবাদ করে মাথায় গ্রথিত করি তাহলে কোন বৈশিষ্ট্য খোদার কান হয়ে যায়, কোনটি খোদার চোখ হয়ে যায়, কোন বৈশিষ্ট্য খোদার হাত হয়ে যায়, কোন বৈশিষ্ট্য খোদার অবয়ব হয়ে যায়। এইসব এক জায়গায় একত্রিত হয়ে খোদার এক পূর্ণ ছবিতে রূপ নেয়।

(আল-ফজল, ১৮ জুলাই, ১৯৫১)

তাই খোদাকে ভালোবাসার জন্য এইসব গুনাবলীর ধারণা করা এবং সেগুলো স্থায়ীভাবে দৃষ্টিতে রাখা প্রকৃত ঐশী প্রেমে মানুষকে ধন্য করে আর তবেই মানুষ খোদার নৈকট্য লাভের চেষ্টাও করে।

একজন প্রকৃত মু'মিনের ধর্মের জন্য আত্মভিমান এবং আবেগ প্রদর্শন করা উচিত। এই কথা বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ বলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর মুখে আমি বার বার শুনেছি আমাদের মাঝে এখনো শত শত সাহাবী এমন জীবিত আছেন যারা

শুনে থাকবেন যে, কিছু মানুষ এমন হয়ে থাকে যারা নেক এবং পুণ্যবান হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতিগত দুর্বলতা বা দুর্ভাগ্যের কারণে কোন সঠিক পন্থা অবলম্বন করতে পারে না। তিনি (আ.) বলতেন যে, এক ব্যক্তি ছিল, সে কোন বন্ধুকে বলে, আমার মেয়ের জন্য কোন ছেলে বা রিশতা দেখ, কয়েকদিন পর তার বন্ধু আসে এবং বলে যে, আমি উপযুক্ত ছেলে সন্ধান করেছি, পিতা জিজ্ঞেস করে যে, ছেলের পরিচিতি ও বৃত্তান্ত তুলে ধর। সে বলে যে ছেলে খুবই ভদ্র এবং ভাল মানুষ। ছেলের পিতা বলে, তার বিস্তারিত কিছু বৃত্তান্ত তুলে ধর। সে বলে, আর কি জানতে চান, খুবই ভাল মানুষ, পিতা আবার বলে যে আরও কিছু পরিচয় দাও । (শুধু ভাল মানুষ হওয়া তো সবকিছু নয়) সে উত্তর দেয় আর কি বলব, আমি বলেছি তো এ খুবই ভাল মানুষ। তখন মেয়ে পক্ষ বলে আমরা এখানে মেয়ে বিয়ে দিতে পারি না, যার ভাল মানুষ হওয়া ছাড়া অন্য কোন পরিচয় নাই। (কোন কাজ বা অন্য কোন কিছু গুণ নেই, শুধুই ভাল মানুষ) কালকে যদি কেউ আমার মেয়েকে উঠিয়ে নিয়ে যায় সে ভাল মানুষই নিয়ে মুখ বন্ধ করে বসে থাকবে। অতএব, কিছু মানুষ এমন হয়ে থাকে তাদের মাঝে কেবল ভদ্রতাই থাকে। (ধর্মীয় বিষয়ে এমন হয় যে, আত্মভিমান দেখা যায় না, কোন আবেগ উচ্ছাস দেখা যায় না খুব ভদ্র খুবই ভাল মানুষ কিন্তু ধর্মীয় কোন আত্মভিমান এমন দেখা যায় না) সদিচ্ছার কারণে মু'মিন অবশ্যই হয় কিন্তু তাদের ভাল মানুষ হওয়া স্বয়ং তাদের নিজেদের জামাতের জন্য ক্ষতিকর হয়ে থাকে।"

(খুতবাতে মাহমুদ, ১৮তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২০৬)

তাই অবশ্যই আত্মভিমান প্রদর্শিত হওয়া উচিত। সুতরাং এমন মানুষ যারা অনেক সময় জামাতের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে আপত্তি করে আর এমন ভাল মানুষ এমন আপত্তিকারীদের বৈঠকে বা অধিবেশনে বসে থাকে। এভাবে বসে থেকে তারা অনেক অন্যায় কাজ করে, শুধু ভাল মানুষ হওয়া কোন মূল্য রাখে না। এমন অধিবেশনে বসে থাকলে আত্মভিমান ক্ষুন্ন হয়। যেখানে এমন আপত্তি হয় সেই বৈঠক থেকে উঠে যাওয়া উচিত। এতটা আত্মভিমান প্রদর্শন করা অবশ্যই করা উচিত। এমন কথা যে বলে সে যদি স্থায়ী নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী হয়ে থাকে তাহলে ব্যবস্থাপনার কর্ণগোচর করা উচিত আর ব্যবস্থাপনার উচিত খলীফায়ে ওয়াক্তের কর্ণগোচর করা এমন কথা, যেন সুরাহা হিসেবে যে পদক্ষেপ নিতে হয় তা নেওয়া যায়।

অ-আহমদী মৌলভীরা কিভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে মানুষের হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ সঞ্চার করত, তাদেরকে প্ররোচিত করত কিভাবে মিথ্যা বলত এখনও বলে আর কেমন অপবাদ তার ওপর আরোপ করা হয় সে সংক্রান্ত একটি ঘটনা শুনাচ্ছি। হযরত মুসলেহ্ মওউদ বলেন, লোকেরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে সাহের বা যাদুকর বলত, আমার মনে আছে, এক বন্ধু বলতেন, ফিরোজপুর অঞ্চলে এক মৌলভী বক্তৃতা করছিল যে, আহমদীদের বই পুস্তক কোনক্রমেই পড়া উচিত নয়। (অ-আহমদী মৌলভী মানুষকে বলছে যে, আহমদীদের বই-পুস্তক মোটেও পড়া উচিত নয়) আর কাদিয়ানে কোন ভাবে যাওয়া উচিত নয় আর এই মিথ্যাবাদী একটি বানানো কথা নিজের কথার সমর্থনে সবাইকে শুনায়। বক্তৃতা করতে গিয়ে নিজের কথাকে কিছুটা নির্ভর যোগ্য করে তুলার জন্য নিজেই একটি কথা বানিয়ে একটি ঘটনা শুনায় বলে যে, একবার আমি কাদিয়ান গিয়েছি আমার সাথে এক ধনার্ঢ্য ব্যক্তিও ছিল। আমরা কাদিয়ানে যাই, অতিথিশালায় অবস্থান করি এবং বলি যে মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাত করব স্বল্পক্ষণ পরেই মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব আসেন এবং বড় সুমিষ্ট ভাষায় কথা বলা আরম্ভ করেন তার স্বল্পকাল পরেই এক ব্যক্তি আমাদের জন্য হালুয়া নিয়ে আসে। মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব বলেন, এটি আপনাদের জন্য প্রস্তুত করানো হয়েছে, মৌলভী সাহেব বলেন যে, আমি জানতাম, তাই আমি বুঝতে পেরেছি যে, হালুয়ায় যাদু করা হয়েছে, তাই আমি তা স্পর্শ করিনি। কিন্তু আমার সাথী জানত না সে সেই হালুয়া খেয়ে ফেলে আর আমি কোন অজুহাতে সেখান থেকে সরে পড়ি। মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেব জানতে পারেন নি যে আমি সেই হালুয়া খাইনি। কিছুক্ষণ পর আমার সাথী যে হালুয়া খেয়েছে সে বলা আরম্ভ করে যে আমার হৃদয়ে এমন আকর্ষণ সৃষ্টি হচ্ছে যে আমি বয়আত করতে চাই অর্থাৎ তার ওপর যেন হালুয়ার প্রভাব পড়েছে। মৌলভী সাহেব বলছেন, আমি তো খাইনি। তাই আমার ওপর এর কোন প্রভাব অর্থাৎ পরিবেশের কোন প্রভাব পড়েনি। স্বল্পক্ষণ পরেই মির্যা সাহেব তার ফিটান প্রস্তুত করিয়েছেন, তাতে তিনি নিজে বসেন এবং মৌলভী নূরুদ্দীন সাহেবকেও বসিয়েছেন আমাকেও সাথে বসিয়েছেন। (মৌলভী সাহেবের মিথ্যা শুনুন এখন) তিনি বলছেন, মির্যা সাহেব আমার সাথে কথা বলা আরম্ভ করেন আমিও পরীক্ষা করার জন্য ইতিবাচক সায় দিই, তিনি মনে করেন যে এ গ্রহণ করবে, এ হালুয়া খেয়েছে, সে মানবে কেননা, হালুয়াতে যেহেতু যাদু করা ছিল।) মৌলভী সাহেব বলেন যে, প্রথমে তিনি বলেন, আমি নবী, স্বল্পক্ষণ পরে বলেন যে, আমি মুহাম্মদ (সা.) থেকেও বড় নবী (নাউযুবিল্লাহে মিন যালেক) এরপর বলেন যে, আমি খোদা, নাউযুবিল্লাহ্ । এই কথা সব শুনে আমি বললাম আস্তাগফিরুল্লাহ্, এই সব কিছু মিথ্যা। তখন মির্যা সাহেব নূরুদ্দীন সাহেবকে আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করেন এদেরকে হালুয়া খাওয়ানো হয়নি। এর ওপর যাদুর কোন প্রভাবই দেখা যাচ্ছে না। খলীফা আওয়াল বলেন যে, খাইয়েছিলাম । (তবুও যাদুর প্রভাব পড়েনি, আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লাও অনেক সময় অকোস্থলেই এদের মিথ্যা জনসম্মুখে প্রকাশ করে দেন এখানেও তাই ঘটে।) সেই বৈঠকে মৌলভী সাহেবের এক অ-আহমদী আইনজীবী উকিলও বসে ছিল কিন্তু ভদ্র অ-আহমদী ছিলেন তিনি কোন যুগে এখানে খলীফা আউয়ালের কাছে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। এই কথা শুনে অর্থাৎ সেই মৌলভী সাহেবের কথা শুনে তিনি উকিল সাহেব দাঁড়িয়ে যান আর বলেন মৌলভীদের সম্পর্কে আমার পূর্বেও ধারণা ভাল ছিল না। আমি জানতাম এরা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে। কিন্তু আজকে আমি বুঝতে পেরেছি যে, এদের চেয়ে বড় মিথ্যাবাদী আর হয় না। উকিল সাহেব মানুষকে বলেন, আপনারা জানেন আমি আহমদী নই, কিন্তু আমি চিকিৎসার জন্য স্বয়ং সেখানে গিয়েছি এবং অবস্থান করেছি, মৌলভী যত কথা বলেছে সবই মিথ্যা, ফিটান তো দূরের কথা সেখানে কোন ঘোড়ার গাড়ীও নেই, সে যুগে টম টম গাড়ীর ব্যবহার হতো। মৌলভী সাহেব ফিটান বা চার চাকা বিশিষ্ট গাড়ীর কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে, সেটি দাঁড় করানো হয়েছে আর তাতে মসীহ্ মওউদ বসেছেন এবং খলীফা আউয়ালকে বসিয়েছেন আর আমাকেও বসিয়েছেন। (তখন ফিটনের কোন ধারনাই সে যুগে কাদিয়ানে ছিল না) আর টমটম গাড়ীও ছিল না। খোদা তা'লার অদ্ভুত কুদরত দেখুন, মুসলেহ্ মওউদ যখন এ ঘটনা বর্ণনা করছেন তখন পর্যন্ত সেখানে ফিটানের কোন ধারনাই ছিল না। মুসলেহ্ মওউদ বলছেন যে, এখনো এমন মানুষ আছে যারা মনে করে যে এখানে যাদু করা হয় এর কারণ হলো তারা দেখে যে যারাই জামাতভুক্ত হয় তারা মার খায়, তাদেরকে গালি দেওয়া হয়, অসম্মান করা হয়, তাদের আর্থিক ক্ষতি করা হয়। তারপরও এরা নিবেদিত প্রাণ হয়ে থাকে, আহমদীয়াতকে পরিত্যাগ করে না, তারা মনে করে যে, দৈহিক নির্যাতন এবং ক্ষয়ক্ষতির মুখে এদের ভয় পাওয়ার কথা কিন্তু তাদের কথার ওপর কোন প্রভাবই পড়ে না।" (খুতবাতে মাহমুদ, ২৩তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৯৬-৪৯৮) নিশ্চয়ই কোন যাদু করা হয় এ কারণেই এভাবে ঈমানের ওপর প্র তিষ্ঠিত থাকে।

আল্লাহ্ তা'লা এইসব মিথ্যাবাদীর হাত থেকে উম্মতকে রক্ষা করুন আর মানুষকে সত্যকে চেনার তৌফিক দিন আর আমাদেরকেও স্ব-স্ব দায়িত্ব অনুধাবনের তৌফিক দান করুন।

নামাযের পর আমি দুই ব্যক্তির জানাযা পড়াবো একটি হলো জানাযা হাজের সাকিরা নাহিদ সাহেবার জানাযা পিতার নাম হল মোহাম্মদ দ্বীন মরহুম জম্মু কাশ্মীরের অধিবাসী তিনি। তার স্বামীর নাম হল শেখ মোহাম্মদ রশিদ ৩ এপ্রিল ৯০ বছর বয়সে এখানে ইন্তে কাল করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)।

মরহুমার বংশে আহমদীয়াত তার পিতার মাধ্যমে আসে তিনি কাশ্মীরে বিরোধিতা সত্তেও ১৬ বছর বয়সে বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বিয়ের পর পাঠানকোর্টে বসতি স্থাপন করেন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী এবং উম্মুল মু'মিনীন যখনই সেখানে যেতেন তাদের আতিথেয়তার তিনি সুযোগ পেতেন দেশ বিভাগের পর স্বামীর সাথে বদোমুলহি স্থানান্তরিত হন সেখানে বেশ কয়েক বছর পর্যন্ত লাজনার সদর হিসেবে খেদমতের তৌফিক পেয়েছেন। ১৯৭৪ সনে বিরোধীরা তার ঘর লুটপাট করে আগুন লাগিয়ে দেয়। তিনি ধৈর্যের সাথে সেই সময় অতিবাহিত করেছিন। এরপর যুক্তরাষ্ট্রে স্থানান্তরিত হন বড় ভালবাসার সাথে শিশুদের কুরআন পড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছে নেযাম এবং খেলাফতের সাথে গভীর ভালবাসার সম্পর্ক রাখতেন, অসুস্থতা এবং বার্ধক্য সত্তেও রীতিমত আমার সাথে দেখা করতে আসতেন বড় নিষ্ঠাবতী নেক তাহাজ্জুদ গুযার, নামায, রোযায় অভ্যস্ত, পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। তিনি মুসীয়া ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে তিন ছেলে এবং তিন মেয়ে তিনি স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার মর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা জনাব শৌকত গনি শহীদ সাহেবের যিনি কাজী আব্দুল গনি সাহেবের পুত্র পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের নাধিরীর অধিবাসী আর

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday,12th May, 2016 Issue No. 10

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

আজকাল বসবাস করছেন রাবওয়াতে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে সিপাহী হিসাবে বালুচিস্তানের পাসনীতে জারবে আজবে অভিযানে অংশগ্রহণ করছিলেন, ৩ এপ্রিল ২০১৬-তে সন্ত্রাসীদের অতর্কিত ফায়ারিং-এর ফলে ২১ বছর বয়সে শাহাদত বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)। মৌলভীরা অপবাদ আরোপ করে যে আহমদীরা দেশের শত্রু, অথচ শাহদত এবং ত্যাগ স্বীকারকারী আসলে আহমদীরাই শহীদ।

মরহুমের পরিবারে আহমদীয়াত আসে তার বড় দাদা কাজী ফিরোজউদ্দিন সাহেবেরমাধ্যমে (রা.), যিনি কাজী খায়রুদ্দীন সাহেবের পুত্র। যিনি আজাদ কাশ্মীরের গই থেকে জনাব মাহবুব আলম সাহেবের সাথে কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর পবিত্র হাতে আহমদীয়াত গ্রহণ করে আহমদীয়া জামাতভুক্ত হন। তার সাথে শহীদের বড় নানা জনাব বাহাদুর আলী সাহেবও মসীহ্ মওউদ (আ.) এর হাতে বয়আত করে আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। জনাব ফিরোজ উদ্দীন সাহেবের বংশ 'গই' তে ইমাম মসজিদ ছিলেন, এলাকায় খুব প্রভাব প্রতিপত্তি রাখতেন। জনাব ফিরোজ উদ্দীন সাহেব-এর বয়আতের পর তার বংশের পক্ষ থেকে ভয়াবহ বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। বয়কট এবং সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্তেও আহমদীয়াতে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে বড় নিষ্ঠাবান নিবেদিত প্রাণ বংশ ছিল। কাজী ফিরোজ উদ্দীন সাহেবের এজমার ভয়াবহ কষ্ট ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর কাছে দোয়ার অনুরোধ করেন হুযূর বলেন আল্লাহ্ তা'লা আরোগ্য দান করবেন এই দোয়ার কল্যানে তার ভয়াবহ এজমা থেকে তিনি স্থায়ীভাবে আরোগ্য লাভ করেন। আশি বছরের অধিক জীবন পেয়েছেন আশি বছরের অধিককাল জীবিত ছিলেন।

শহীদ মরহুমের পিতা আব্দুল গনি সাহেব ২০১৩ সনে তার পরিবার সহ কাশ্মীর থেকে হিজরত করে রাবওয়া স্থানান্তরিত হন এখানেই বসতি স্থাপন করেন। শহীদের জন্ম নাধিরীতে হয়েছে, পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে নাধিরীতে যেখানে ১৯৯৫ সনে ৪ মে তাঁর জন্ম হয়, মেট্রিক পর্যন্ত তিনি পড়ালেখা করেন, দেড় বছর পূর্বে তিনি সেনাবাহিনীতে সিপাহী হিসেবে যোগ দেন। প্রশিক্ষণ শেষ করে পাসইন আউট ট্রেড শেষ হওয়ার পর আজকাল সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চলছিল বেলুচিস্থানে গোয়াজেরুজ বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন ২ এবং ৩ এপ্রিলের মধ্যবর্তী রাতে শাহাদতের ঘটনা ঘটে। শাহাদতের পর শহীদ মরদেহ সড়কযোগে করাচীর পথে লাহোর এবং রাবওয়ায় আনা হয়। এখানে সামরিক সম্মান প্রদর্শনের পর দাফন করা হয়। তিনি ওসীয়্যতও করেছিলেন এছাড়া বহু গুণাবলীর আধার ছিলেন মিশুক, অতিথি পরায়ণতা এবং সহমর্মিতার গুণাবলী স্পষ্ট ছিল সবার সাহায্যের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন, খেলাফতের প্রতি গভীর ভালবাসা ছিল, অনেক দূরবর্তী অঞ্চলে থাকতেন পোষ্টিং-এর কারণে সেখানেও ফোনে সরাসরি খুতবা শুনতেন শাহাদতের ২ দিন পূর্বে তার সব চাঁদা তিনি আদায় করেন। তার কণ্ঠ ছিল খুবই সুললিত চাকুরী কালে এক অনুষ্ঠানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এক কবিতা সুললিত কণ্ঠে অ-আহমদীদের সামনে পড়ে শুনান অনেক অ-আহমদী সেখানে উপস্থিত ছিল সেখানে তারা ভূয়সী প্রশংসা করে এবং তাকে জিজ্ঞাসা করে যে, এত সুন্দর কবিতা কে লিখেছে আমরা এর পূর্বে এমন সুন্দর কবিতা কোথাও শুনি নি। সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির বৈশিষ্ট্য ছিল অসাধারণ তার মাঝে, একবার চাকরীর প্রথম দিকে চার মাসের বেতন একসাথে পান তখন আরেক জন সৈনিক শাহাদত বরণ করেন তিনি পুরো বেতন সেই শহীদের পরিবারের হাতে তুলে দেন অথচ ঘরের একমাত্র ভরণ-পোষণকারী ছিলেন এই শহীদ। শহীদ মরহুমের পিতা বলেন যে শাহাদতের রাতে স্বপ্নে দেখি যে শহীদ মরহুম পরিবারের বুযর্গ যারা ইন্তেকাল করেছেন তাদের সাথে বসে আছে তার চেহারায় খুবই শুভ্র এক আলো পড়ছিল যার কারণে তার চেহারা আলোকিত হয়ে ওঠে যা অন্যান্য সদস্যের মাঝে খুবই স্পষ্ট ভাবে চোখে পড়ছিল। রাবওয়ায় অবস্থানকালে বিভিন্ন কাজ করেছেন যয়ীমও ছিলেন, উমুমীর দায়িত্বও পালন করতেন। এক মসজিদে মসজিদের খাদেম হিসেবেও কিছুদিন কাজ করেছেন। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে পিতা আব্দুল গনী এবং মা গোলাম ফাতেমা সাহেবা, দুই ভাই এবং দুই বোন শোক সন্তপ্ত পরিবারে সদস্য হিসেবে তিনি ছেড়ে গেছেন। আল্লাহ্ তা'লা শহীদ মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য এবং মনোবোল দান করুন। শহীদ আল্লাহ্ তা'লার ফজলে মুসী ছিলেন যেভাবে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। জুমুআর পর ইনশাআল্লাহ আমি উভয়ের জানাযা পড়াব।

একের পাতার পর.....

কিন্তু খোদা তা'লার ওয়াদা অনুযায়ী যাহা পূর্বাহ্নেই প্রকাশ করা হইয়াছিল অবশেষে আমাকে খুব সসম্মানে রেহাই করিয়া দেওয়া হইল এবং আমাকে অনুমতি দেওয়া হইল যে, যদি আমি চাই তবে এই সকল খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে পারি। মোট কথা আমার বিরোধী মৌলবী ও তাহাদের অনুগামীদের এই আশাও ব্যর্থ হইল।

ইহার কিছু দিন পরে করম দীন নামে এক মৌলবী আমার নামে গুরুদাসপুরে একটি ফৌজদারী মোকদ্দমা দায়ের করিল। আমার বিরোধী মৌলবীরা তাহার সমর্থনে এক্সট্রা এসিস্টেন্ট কমিশনার আত্মারামের আদালতে যাইয়া সাক্ষ্য দিল এবং সর্বাত্মক চেষ্টা করিল। তাহারা বড়ই আশা করিল যে, এইবার তাহারা অবশ্যই কৃতকার্য হইবে। তাহাদের মিথ্যা আনন্দ লাভের জন্য ঘটনা এইরূপ ঘটিল যে, আত্মারাম এই মোকাদ্দমায় তাহার অনভিজ্ঞতার দরুন সম্পূর্ণ রূপে ভাবনা-চিন্তা না করিয়া আমাকে কারাদন্ড দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়া গেল। ঐ সময় খোদা আমাকে জানাইলেন যে, তিনি আত্মারামকে তাহার সন্তানের শোকে শোকাক্রান্ত করিবেন। বস্তুতঃ আমি আমার এই কাশফের (দিব্য-দর্শনের) কথা আমার জামাতাকে শুনাইয়া দিলাম। অতঃপর এমনটি হইল যে, প্রায় বিশ-পচিশ দিনের মাথায় তাহার দুই পুত্র মরিয়া গেল। অবেশষে ঘটনা এইরূপ ঘটিল যে, আত্মারাম আমাকে কারাদন্ড দিতে পারিল না। যদিও রায় লেখার সময় সে আমার কারাদণ্ডের ভিত রচনা করিল, কিন্তু অবশেষে খোদা তাহাকে এই কাজ হইতে বিরত করিয়া দিলেন। এতদসত্বেত্বও সে আমাকে সাত শত রুপী জরিমানা করিল। অতঃপর ডিভিশনাল জাজের আদালত আমাকে সসম্মানে খালাস করিয়া দিল, কিন্তু করম দীনের উপর শাস্তি বহাল রহিল। আমার জরিমানা অর্থ ফেরত দেওয়া হইল। কিন্তু আত্মারামের দুই পুত্র ফিরিয়া আসিল না।

অতএব করম দীনের মোকদ্দমায় আমার বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা যে আনন্দ লাভের আশা করিয়াছিল তাহাদের সেই আশা পূর্ণ হইল না। আমার পুস্তক 'মোয়াহেবুর রহমানে' পূর্বেই যে ভবিষ্যদ্বাণী মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল, খোদা তা'লা সেই ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আমাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। আমার জরিমানার অর্থ ফেরৎ দেওয়া হইল এবং রায় বাতিলের আদশেসহ নিয়োগকৃত হাকিমকে (আত্মারাম) এই মর্মে সতর্ক করা হইল যে, সে অন্যায়ভাবে রায় দিয়াছিল। কিন্তু 'মোয়াহেবুর রহমান' পুস্তকে আমি যেভাবে লিখিয়াছিলাম করম দীন সেভাবে শাস্তি পাইল এবং আদালতের রায়ে সে যে মিথ্যাবাদী ইহার উপর মোহর লাগিয়া গেল এবং আমার সকল বিরুদ্ধবাদী মৌলবীর উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া গেল। আফসোস, এইরূপ ক্রমাগত ব্যর্থতা সত্বেও আমার বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা আমার সম্পর্কে কখনো ভাবিল না যে, এই ব্যক্তির সমর্থনে পর্দার অন্তরালে একটি হাত আছে, যাহা তাহাকে ইহাদের প্রতিটি হামলা হইতে রক্ষা করেন। যদি তাহাদের দুর্ভাগ্য না হইত তাহা হইলে ইহা তাহাদের জন্য একটি মো'জেযা (অলৌকিক ঘটনা) হইত যে, তাহাদের প্রতিটির হামলার সময় খোদা আমাকে তাহাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করিলেন। কেবল তিনি রক্ষাই করেন নাই, বরং ইহার পূর্বেই সংবাদও দিয়া দিলেন যে, তিনি রক্ষা করিবেন। প্রতিবারে এবং প্রতি মোকদ্দমায় খোদা তা'লা আমাকে খবর দিতে থাকেন যে, আমি তোমাকে রক্ষা করিব। বস্তুতঃ তিনি স্বীয় ওয়াদা অনুযায়ী আমাকে হেফাযত করিতে থাকেন। ইহাই হইল খোদার শক্তিশালী নিদর্শন। একদিকে সমগ্র বিশ্ব আমাকে ধ্বংস করার জন্য একত্রিত হইয়াছে এবং অন্যদিকে সর্বশক্তিমান খোদা তাহাদের সকল হামলা হইতে আমাকে রক্ষা করেন।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা-১২২-১২৫)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian,
Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir